

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

146025 - হামদ ও শুকরের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

হামদ ও শুকরের মধ্যে কী কোন পার্থক্য আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হামদ (প্রশংসা) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা) এর মধ্যে কী পার্থক্য আছে— এ নিয়ে আলমেগণ দ্বিমিত করছেন:

প্রথম অভিমত: হামদ ও শুকর একই অর্থবোধক; এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই। ইবনে জারীর আত্ভাবারী ও অন্যান্য আলমে এ অভিমতটিকে পছন্দ করছেন।

তাবারী (রহঃ) বলেন: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" এর অর্থ হচ্ছে— শুকরিয়া একনষ্টিভাবে আল্লাহর জন্য; তিনি ব্যতীত আর যা কিছু উপাসনা করা হয় তাদের জন্য নয়..."। এরপর তিনি বলেন: "আরবদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখলে এমন ব্যক্তিদের মাঝে الحمد لله কথাটির শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন দ্বিমিত নাই। যহেতু এ কথাটি তাদের সকলের কাছে শুদ্ধ; এতে করে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, কখনও شكر (কৃতজ্ঞতার)-এর স্থলে الحمد لله (প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলা হয়। আবার কখনও الحمد (প্রশংসা)-এর স্থলে الشكر (কৃতজ্ঞতা) ব্যবহার করা হয়। কারণ যদি সঠিক শুদ্ধ না হত তাহলে الحمد لله বলা বৈধ হত না।"[তাফসিরে তাবারী (১/১৩৮) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: হামদ ও শুকর একই অর্থবোধক নয়। বরং এ দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। হামদ (প্রশংসা) মুখের সাথে খাস। পক্ষান্তরে শুকর (কৃতজ্ঞতা) এমন নয়। বরং শুকর মুখ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হতে পারে।

২। হামদ (প্রশংসা) কোন নয়োমত বা অনুগ্রহের বিপরীতে যমেন হতে পারে; তমেন কোন কোন অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পারে। পক্ষান্তরে, শুকর (কৃতজ্ঞতা) কেবল কোন অনুগ্রহের বিপরীতেই হয়ে থাকে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনে কাছরি (রহঃ) ইবনে জারীর তাবারীর পূর্ববোক্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন (১/৩২): যহেতে পরবর্তী আলমেদের অনেকে নকিট মশহুর হল: হামদ (প্রশংসা) হচ্ছে মটৌখিকভাবে প্রশংসতির আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণের স্তুতিকা। আর শুর (কৃতজ্ঞতা) কবেল পরার্থমুখী গুণের ক্ষত্রে হয় এবং যা সম্পাদতি হয় মন, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাধ্যমে। কবি বলেন:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا

(আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আমার হাত, আমার মুখ ও লুক্কায়িত অন্তর।)

কিন্তু আলমেগণ এ নিয়েও দ্বিমিত করছেন যে, কোনটি অধিক আম (সার্বিক); হামদ নাকি শুর? তবে, সূক্ষ্ম নরীক্ষণ হল: এ দুটোর মাঝে আম (সার্বিক) ও খাস (বিশেষ)-এর সম্পর্কদ্বয় বদ্বিমান। যে যে ক্ষত্রে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় সে দিক থেকে হামদ শুরের চেয়ে আম। যহেতে হামদ আত্মগত গুণ ও পরার্থমুখী গুণ উভয় ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয়। যমেন বলা হয়: حمدته لفروسيته (আমি তার অশ্ব চালনার প্রশংসা করলাম)। আবার বলা হয়: حمدته لكرمه (আমি তার বদান্যতার প্রশংসা করলাম)। অন্য ববিচেনা থেকে হামদ শুর-এর চেয়ে খাস। যহেতে হামদ কবেল কথার মাধ্যমে সম্পাদতি হয়। কিন্তু যে যে মাধ্যম দ্বারা হামদ ও শুর সম্পাদতি হতে পারে সে ববিচেনা থেকে শুর হামদের চেয়ে আম। যহেতে শুর কথা, কাজ ও নিয়ত্রে মাধ্যমে সম্পাদতি হয়; যমেনটি পূর্ববে বলা হয়েছে। আবার যহেতে শুর কবেল পরার্থমুখী গুণের ক্ষত্রেই ব্যবহৃত হয় তাই এ দিক থেকে শুর হামদের চেয়ে খাস। যমেন এভাবে বলা যায় না যে, شكرته لفروسيته (আমি তার অশ্বচালনার জন্য শুরিয়া (কৃতজ্ঞতা) করলাম)। তবে, আপনি বলতে পারেন: شكرته على كرمه وإحسانه إليّ (আমার প্রতি তার বদান্যতা ও অনুগ্রহের জন্য আমি তাকে শুরিয়া জানালাম)। পরবর্তী কোন কোন আলমে যে সদিধান্তে পটৌছেন এই বক্তব্য সে সদিধান্তে সারকথা।[সমাপ্ত]

এর উপর ভিত্তি করে আবু হালিল আল-আসকারি এ দুটোর মাঝে পার্থক্য নরূপণ করছেন। তিনি বলেন: "হামদ ও শুরের মধ্যে পার্থক্য: হামদ হচ্ছে মুখে ভাল কছির স্তুতিকা; সটৌ কোন উত্তম গুণের সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- ইলম কথিবা কোন অনুগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত হোক, যমেন- সদাচরণ।

আর শুর: এমন কর্ম যা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের প্রক্ষেতি উৎসারতি হয়; চাই সটৌ হোক মটৌখিক স্তুতি, কথিবা বশ্বাস, কথিবা অন্তরে ভালবাসা, কথিবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন কর্ম বা সবা।

জনকৈ কবি এ পার্থক্যগুলোকে তার কথায় এভাবে লখিছেন..[এরপর তিনি পূর্ববোক্ত পংকতি উল্লেখ করছেন]।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সুতরাং হামদ হচ্ছে আম (সার্বিকি); যহেতে হামদ অনুকম্পা ও অন্য বিষয়কও অন্তর্ভুক্ত করে। আবার মাধ্যমের বিবেচনা থেকে খাস (বিশিষে)। যহেতে তা কবেল মটখিকিভাবেই সম্পাদতি হয়। আর শুকর এর বিপিরীত। যহেতে শুকরের সংশ্লিষ্টতা কবেল অনুগ্রহের সাথে, তবে শুকরের মাধ্যম কথা ও অন্য কিছুও হতে পারে। তাই এ দুটোর মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে এক দিক থেকে আম (সার্বিকি); অন্যদিক থেকে খাস (বিশিষে)। কোন ভাল গুণের মুখ দিয়ে স্তুতকিরলে সক্ষেত্রে এ দুটোর মলিন ঘটবে। আবার বিচ্ছদে ঘটবে এমন ক্ষত্রে; যমেন কারো 'ইলম' থাকার স্তুতির ক্ষত্রে কবেল 'হামদ' এবং কোন ভাল গুণের কারণে কাউকে ভালবাসার ক্ষত্রে কবেল 'শুকর'-এর ব্যবহার। [আল-ফুরুক আল-লুগাওয়িয়াহ (২০/২২০)]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) 'মাদারজিস সালকৌন' গ্রন্থে (২/২৪৬) বলেন:

"শুকর; এর প্রকার ও কারণগুলো বিবেচনার দিক থেকে আম। আর যবে বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত সে বিবেচনা থেকে খাস। অন্যদিকে হামদ এর সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনা থেকে আম এবং কারণগুলোর বিবেচনা থেকে খাস।

এ কথার অর্থ হচ্ছে: শুকর অন্তর দিয়ে সম্পাদতি হয়; অন্তর বিনয়ী হওয়া ও নত হওয়ার মাধ্যমে, মুখ দিয়ে সম্পাদতি হয়; মটখিকি স্তুতি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদতি হয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুগত ও নত হওয়ার মাধ্যমে। আর শুকরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হচ্ছে অনুগ্রহ; আত্মগত গুণাবলী নয়। তাই এভাবে বলা যায় না: **شكرنا الله على** حياته وسمعته وبصره وعلمه (আল্লাহর জীবন, তাঁর শ্রবণশক্তি, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও তাঁর জ্ঞানের কারণে আমরা তাঁর শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জানালাম)। কিন্তু তিনি তাঁর এ সকল গুণের জন্মও হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসতি; যমেনভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায্যতার জন্মও হামদপ্রাপ্য বা প্রশংসতি।

আর শুকর হয় অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষত্রে। তাই যা কছির সাথে শুকর সম্পৃক্ত ঐ সব বিষয়ের সাথে হামদও সম্পৃক্ত; কিন্তু বিপিরীতটা নয়। আর যবে যবে মাধ্যম দিয়ে হামদ প্রকাশ করা যায় সে সে মাধ্যম দিয়ে শুকরও প্রকাশ করা যায়; কিন্তু বিপিরীতটা নয়। যহেতে শুকর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও করা যায়; কিন্তু হামদ কবেল অন্তর ও কথা দ্বারা করা যায়। [সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।